একুশ
পশ্চিম উপকূলের বাংলা পত্রিকা
Bangla Newspaper from West Coast

প্রকাশক ও
প্রধান সম্পাদক
জাহান হাসান

সহযোগী ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
শিরীন আক্তার

কন্ট্রিবিউটিং সম্পাদক
মামুন রিয়াজী
কাজী রহমান
অধ্যাপিকা হামিদা আখতার
এস, এম হোসেন বাবু

নিয়মিত অংশদাতা
আরা আহমেদ
মমতাজ শহীদ
রেহানা সুলতানা
তপন দেবনাথ
মিজানুর রহমান

কার্টুনিষ্ট
মারি

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ড. কাজী নাসির উদ্দীন

Ekush
(2wenty One)
Bengali Community
Newspaper

Editorial

Editor-In-Chief
Jahan Hassan
Jahan@Ekush.info

ASSOCIATE EDITOR
Shirin Akhter

CONTRIBUTING
EDITORS
Mamun Reazi (MARI)
Kazi Rahman
Hamida Akhter (Prof.)
S.M. Hossain Babu

Editorial Advisor
Dr. Qazi Nasir Uddin

CONTRIBUTING
WRITERS
Ara Ahmed
Mamtaz Shahid
Rehana Sultana
Tapon Debnath
Mizanur Rahman

CARTOONIST
MARI

BUSINESS

Publisher
Jahan Hassan
(818) 941 3876
Publisher@Ekush.info

Advertising
(818) 941 3876

OFFICE :
একুশ Ekush
6362 Hollywood Blvd.
Suite 302
Hollywood, CA 90028,
USA

Phone: (818) 941 3876
Phone: (323) 462 9300
Fax: (877) 226 4524
Fax: (877) BANGLA INFO

www.Ekush.info

একুশ মানে একবিংশ শতাব্দীর আলোকবর্তিকা
একুশ মানে মাথা নত না করা।
একুশ মানে স্বাধীনতা,
একুশ মানে সচেতনতা।
একুশ মানে অধিকার আদায়ের তারুণ্যতা।

আমাদের খালাম্মার শোক

এপ্রিল মাস, টেলিফোন কনভার্সেশন
মা আমি ভালো আছি। চিন্তা করো না, ডায়ালোসিসি নিচ্ছি রীতিমতো। ভালো হয়ে যাবো খুব শীঘ্রই।
তুমি তাড়াহুড়া করে এসো না, আমি ফোন করলে তুমি আসবে কেমন ?

৫ মে
- বাচ্চু কেমন আছিস বাবা ? কত বছর যে তোকে দেখিনা, মনটা ছটফট করছে।
-- মা, পিঠে আমার প্রচন্ড ব্যথা, সারা রাত জেগে ঘুমুতে পারি না। বুকের মধ্যেও প্রচন্ড ব্যথা।
- বাবা চিন্তা করিস না। দোওয়া করছি প্রতিদিন, মে এর ১৭ তারিখে আমি আসছি। খুব শীঘ্রই দেখা হবে।
-- মা তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। কোনদিন এমন ইচ্ছেটি হয়নি মা, তুমি আসার সময় 'সিতু'র জন্যে স্কুল ব্যাগ নিয়ে এসো। ডলিকে বলো ও কিনে দেবে।
১৩ মে, রাত ১০টা।
- বৌমা সিতুর বাবার জন্যে ২০০ ডলার পাঠিয়েছি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের মাধ্যমে। টাকা তুলে বাচ্চুর ডায়ালোসিসটা রীতিমত করো।
-- মা আমরা এখন আপনার ছেলের ডায়ালোসিস করাচ্ছি উত্তরাতে।
১৪ মে সকাল ৬টা (৮ ঘন্টা পর ফোন এলো)।
- খালু আব্বু - মামার অবস্থা ভালো না, ডায়ালোসিস করার সময় দু'বার হার্ট এ্যাটাক করেছে। নানীকে কিছু বলেন না, আমরা আবার ফোন করছি সব কিছু জেনে। (ফোন হ্যাং আপ)
সারা রাত দোওয়া দরুদ আর ক্লান্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম, আমাদের এখানকার ভোর বাংলাদেশে। সন্ধ্যে।
- ফোন করলাম।
-- অঞ্জন তোর বড় মামার খবর কি ?
- ডাক্তার ইমিডিয়েট আমাদের হসপিটালে যেতে বলেছে, অঞ্জনের সাথে কথা শেষ করেই। নিশাতকে ফোন করলাম।
-- আম্মু কেমন আছিস, তোর বড় মামার খবর কি ?
- বাজান, অবস্থা বুঝি ভালো না। আমরা সবাই হসপিটালে যাচ্ছি। আপনি ৮ ঘন্টা পরে ফোন দিয়েন।
অস্থিরতা নিয়ে ঠিক ঘন্টাখানেক পরে ফোন দিলাম। অঞ্জন, রনো, নিশাত ভাই, মেজ ভাই সবাইকেই ফোন দিচ্ছি অথচ কেউ ফোন রিসিভ করছে না। ঘাবড়িয়ে গেলাম, রোজকে ফোন দিলাম।
- হ্যালো খালু আব্বু।
-- হ্যালো, কি খবর। তোর বড় মামার কি অবস্থা। আমি সবাইকে ফোন করছি, কেউ ফোন রিসিভ করছে না। কারণ কি ?
- খালু আব্বু, আমি এখন বড় মামার হসপিটালে তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কথা বলছি।
-- বড় মামা, কেমন আছেন ?
- এই মাত্র ডাক্তাররা তার অক্সিজেন টিউব মুখ থেকে খুলে দিয়েছে। হার্টের রিডিং লাইনগুলো ভাংগা ভাংগা।
-- তোর মামিকে দে (মামিকে ফোন দিলে)।
- শুধু চিৎকার করে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম।
-- ও আল্লাহ তুমি এ কি করলে ?
ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নালিল্লাহে রাজেউন।
মীর আবু সাঈদ বাচ্চু, ৫৫ বছর বয়স, ১২ বছরের ছোট মেয়ে সিতুকে রেখে গত ১৪ মে ধানমন্ডি প্রাইভেট হসপিটালে ইন্তেকাল করেন। আমাদের একুশের খলাম্মার বড় ছেলে, আবু সাঈদ বাচ্চু ১৯৫৫ সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফজলুল হক হলের ছাত্রলীগ ক্যাবিনেটের ক্রীড়া সম্পাদক ছিলেন।

ঈশ্বরদী পশ্চিম পাড়ায় মীর বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি পাবনা জেলায় অত্যন্ত স্বনামধন্য একজন ক্রীড়াবিদ ছিলেন। ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টনসহ তিনি অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, শুভাকাংখী রেখে গেছেন। জন্মস্থান ঈশ্বরদী কবরস্থানে তারদাফন হয়েছে। বিশিষ্ট সাংবাদিক মরহুম মহসীন রিয়াজী এবং শিল্পী মামুন রিয়াজীর সমন্ধী ছিলেন। খালাম্মা আমাদের সবার কাছে তার ছেলের জন্যে একটু দোওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছেন। ১৭ মে খালাম্মা বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন।

খালাম্মার বড় ছেলের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে স্থানীয় বাংলাদেশীরা সবাই তার সঙ্গে দেখা করতে আছেন। খালামার ছেলের মৃত্যুতে আমরা একুশের পক্ষ থেকে সবাই তার এই অপূরণীয় ক্ষতির জন্যে মাগফেরাত কামনা করছি।

LAX এ খালাম্মা। বিদায় আপনাকে। -একুশ

একুশ পড়ুন
একুশে বিজ্ঞাপন দিন
একুশ পত্রিকায় লিখুন
Ekush:818-941-3876

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশীদের অনুষ্ঠানে ইংরেজী ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

ডঃ কাজী নাসির উদ্দীন

বিদেশে এখন বৈশাখী মেলা, পৌষ-পার্বণের পিঠা উৎসব, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, একুশে ফেব্রুয়ারী, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস উদযাপনের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। প্রবাসী বাঙালিদের এই দেশাত্মবোধ ও দেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চেতনা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। প্রবাস জীবনের একাকীত্ব নিরসন এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবসর বিনোদনের এই উদ্যম নিঃসন্দেহে একটি যথার্থ পন্থা হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইলো এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবাসের নতুন প্রজন্মদের মধ্যে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চেতনার আদৌ কোন বিকাশ ঘটিতেছে কিনা। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রবাসীদের যে সমস্ত সন্তান সন্ততি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে এই সমস্ত অনুষ্ঠান বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রীতির কোন বিকাশ ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছে কিনা।

এই প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া দেখা গিয়াছে যে বাংলাদেশীদের এই সমস্ত অনুষ্ঠানে তাহাদের 'আমেরিকান' সন্তান-সন্ততিদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ দুর্ভাগ্যজনকভাবে নৈরাশ্যজনক। তদুপরি এই সমস্ত অনুষ্ঠান প্রাপ্তবয়স্ক বাংলাদেশীদের একাকীত্ব বিমোচন ছাড়া নতুন প্রজন্মদের মধ্যে বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি কোন অনুরাগ সৃষ্টিতে চরমভাবে ব্যর্থ হইয়াছে।

সুতরাং দেখা গেল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই। আর কেন যে তা হয় নাই তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিলে এই সত্য উদঘাটিত হইবে যে এই সমস্ত অনুষ্ঠানের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করার কোন সুযোগ নতুন প্রজন্ম পায় নাই। আলোচনার প্রারম্ভে যে সমস্ত অনুষ্ঠানগুলির নাম উল্লেখ করা হইলো সেই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণভাবে বয়স্কদের দ্বারা আয়োজিত ও পরিচালিত। বলা বাহুল্য এই সমস্ত অনুষ্ঠান একতরফাভাবে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হইয়া থাকে। বাংলা ভাষার উপর বিশেষ কোন দক্ষতা না থাকায় নতুন প্রজন্মদের এই সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় না। সুতরাং প্রবাসী বাংলাদেশীদের আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ নতুন প্রজন্মের কাছে বিজাতীয় বলিয়াই বিবেচিত হয়। এই অনুষ্ঠান তাহাদের চিন্তা ও চেতনার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় না।

এই সমস্যার সমাধান কি ? এই সমস্যার সমাধানকল্পে অনেকেই আবার বাংলাদেশ একাডেমী, বাংলাদেশ সেন্টার ও বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া নতুন প্রজন্মদের বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংগে পরিচিত করানোর চেষ্টা চালাইতেছে। এই উদ্যম নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু সমস্যা হইলো বিদেশে বহু প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করিয়া সীমিত সম্পদ ও সময়সীমার মধ্যে নতুন প্রজন্মদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে অতোটা দক্ষতা অর্জন করানো সম্ভবপর হইবে না, যাহার ফলে তাহারা একুশে ফেব্রুয়ারী অথবা রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীর মতো অনুষ্ঠান প্রযোজনা ও পরিবেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে।

সুতরাং এ প্রসংগে আমাদের প্রস্তাব হইলো এই যে, নতুন প্রজন্মদের বাংলা অনুষ্ঠান প্রযোজনা ও পরিচালনার জন্য ইংরেজী ভাষা ব্যবহারে উৎসাহিত করা হোক। উদাহরণস্বরূপ একটি অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্য হইতে পারে নজরুল জয়ন্তী। কিন্তু এই অনুষ্ঠানটি ইংরেজী ভাষায় পরিবেশনার সমস্ত দায়িত্বটাই নতুন প্রজন্মদের হাতে তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে তাহারা প্রচুর আনন্দ ও উৎসাহ অনুভব করিবে এবং এ যাবৎ বাংলা ভাষায় অদক্ষতা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করার ব্যাপারে তাহাদের যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিলো তাহা দূরীভূত হইবে। একই সংগে তাহাদের বাংলা ভাষা চর্চা এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাও সম্ভব হইবে।

আমাদের অনুষ্ঠানসমূহে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারের আরও একটি সুফল এখানে বিবেচনা করা যাইতে পারে। আজকাল অনেক আমেরিকান বুদ্ধিজীবীরা বিদেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের এবং নতুন প্রজন্মদের অনেক আমেরিকান বন্ধু-বান্ধবরা বাংলাদেশীদের অনুষ্ঠান দেখিতে উৎসুক। কিন্তু দুঃখজনক আমরা নিজেরাই আমাদের আমেরিকান বন্ধু-বান্ধবদের আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাইতে সংকোচবোধ করি। যদি আমাদের অনুষ্ঠানগুলি নতুন প্রজন্মদের দ্বারা ইংরেজী ভাষায় পরিচালিত হইতো, যদি প্রতিটি অনুষ্ঠানের শুরুতে সংক্ষেপে ইংরেজীতে একটি ভূমিকা প্রদান করা হইতো তাহা হইলে বিদেশীরা আমাদের অনুষ্ঠানগুলি হইতে আমাদের দেশ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা সৃষ্টি করিতে পারিত।

ভবিষ্যতে প্রবাসী বাংলাদেশীরা কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলে আমাদের এই প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার জন্য অনুরোধ রহিল।

আরকার কলাম — কাজী রহমান

অসাধু ক্রেডিট কালেক্টরদের সামলাবেন কিভাবে

জাতীয় অর্থনৈতিক মন্দাভাব প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে চলেছে আর এর ক্ষতিকর প্রভাব এসে পড়ছে সাধারণ মানুষের ওপর। ক্রেডিট ক্রাঞ্চ-এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা ক্রেডিট কার্ড, ক্রেডিট লাইন বা ঐ ধরণের ব্যবস্থার উপর প্রবলভাবে নির্ভরশীল তাদের উঠছে নাভিশ্বাস। দেশব্যাপী লেনদেন কমে যাওয়ার সাথে সাথে আয় রোজগারও কমে যাচ্ছে। অনেকেই তাই সময়মতো ক্রেডিট একাউন্টের বিল পরিশোধের সময়সীমা মেনে চলতে পারছেন না। আর এই সময়সীমাজনিত অসহায় ব্যর্থতার মনোবেদনার সাথে যোগ হয়েছে Abusive পাওনাদার বা তার এজেন্টের তাগাদা। এইসব কালেকশন এজেন্টদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক অসাধু এজেন্ট আবার নানান রকম ধমকি-ধামকি বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রয়োগের মাধ্যমে ভয় দেখিয়ে আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে এই অসহনীয় প্রক্রিয়া থেকে বাঁচতে অবশ্য একটি সরকারী আইন রয়েছে। এটি FDCPA বা Fair Debt Collection Practice Act বলে পরিচিত। কনজুমার বা ভোক্তার অধিকার রক্ষায় এটি একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস। তাই ঐসব Abusive Debt Collector কিভাবে সামলানো যায় সেই বিষয়েই সাধারণ জ্ঞাননির্ভর তথ্য সূত্রের এই লেখাটি। এটর্নি বা পেশাদারের পরামর্শ নিন। নিজেও গবেষণা করুন।

পাওনাদার ও দেনাদারের মধ্যেকার সম্পর্কে যোগাযোগের গুরুত্ব অনস্বীকার্য তবে পাওনাদার যদি আদায় প্রক্রিয়ায় দেনাদারকে উত্যক্ত বা বিভ্রান্ত করে কিংবা ভয়-ভীতি প্রদর্শনপূর্বক বেআইনী পন্থায় আদায়ে সচেষ্ট হয়, তাহলে নিজ স্টেটের এটর্নি জেনারেলের অফিসে নালিশ করা যাবে। এছাড়াও কনজুমার নিজেও কালেকশন এজেন্টের পরিচয়, প্রশ্নের ধরণ ও তথ্যসহ তাদের লাইসেন্স যাচাই করতে পারেন। কালেকশন এজেন্ট যদি অন্য কোন স্টেট থেকে ফোন করে তাহলে তাকে আপনার স্টেটের লাইসেন্স নম্বর দিতে বলুন এবং তা আপনি ভেরিফাই করবার পরই কথা বলুন, আগে নয়। কারণ আপনার স্টেটে আদায়ের ক্ষমতার লাইসেন্সবিহীন কোন উত্যক্তকারীর সাথে কথা না বলে তার অপকর্মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াই সমীচিন।

একজন কনজুমারের বিভিন্ন অধিকারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যেটি তা হলো যে পাওনাদার পাওনা আদায়ে এমন কিছু করতে পারবে না যাতে মনে হবে যে দেনাদারকে উত্যক্ত, বিরক্ত বা বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে। আইনগত যথাযথ প্রক্রিয়াই জারী রাখতে হবে স্বরচিত কোন পন্থা নয়। নীচে আরও কয়েকটির উল্লেখ করা হলো। তথ্য সূত্র হিসেবে এগুলো বেশ কাজের।

১). দেনাদারের শারিরীক ক্ষতি, মান-হানি কিংবা সম্পত্তির কোন ক্ষতি করা চলবে না ; ভয়-ভীতি প্রদর্শন কিংবা অন্য কোন অপরাধমূলক পন্থার ব্যবহার চলবে না।

২). অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ বা আপত্তিকর, অরুচিকর কথোপকথন কিংবা লেখন চলবে না।

৩). ক্রেডিট ব্যুরো জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোথাও দেনাদারের নাম তালিকাভুক্ত করা চলবে না।

৪). দেনাদারের বকেয়া ঋণ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি করা চলবে না।

৫). দেনাদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে বার বার কিংবা অনবরত টেলিফোনে উত্যক্ত-বিরক্ত, রাগানো বা অত্যাচার করা চলবে না।

৬). দেনাদারকে ফোন করলে পাওনাদারকে অর্থপূর্ণভাবে নিজ পরিচয় না দিয়ে কথা বলা চলবে না ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত মাত্র কয়েকটি বিধি নিষেধই সব নয়। ঐগুলি ছাড়াও আরো প্রচুর পরিমাণ অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক বিধি নিষেধ ও আদায়কারীদের আচরণমালা রয়েছে। এর মধ্যে আরো কিছু কিছু আচরণবিধি দেওয়া গেল। (FDCPA এর এই বিধি FTC বা Federal Trade Commission -ই প্রধানতঃ প্রচার, প্রয়োগ, সংরক্ষণ ইত্যাদি করে থাকে। বিস্তারিত জানতে www.ftc.gov/os/statutes/facpa/facpact.htm এই ওয়েবপেজটি দেখা যেতে পারে।)

১). সকাল ৮টার আগে ও রাত ৯টার পরে ফোনে তাগাদা দেওয়া চলবে না।

২). চাকুরীস্থলে দেনা বিষয়ক তথ্য দেওয়া চলবে না (দেনাদারের সেখানে চাকুরী করে কিনা বা যোগাযোগের উপায় কি তা জানা যাবে)।

৩). দেনাদারকে দেনার বেঠিক অংক কিংবা আনুমানিক কোন দেনার পরিমাণ দেওয়া চলবে না।

৪). বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্য প্রদান করা চলবে না।

৫). তাগাদাকারীর কাছে পাওনার পরিপূর্ণ তথ্য না থাকা চলবে না।

আইনী অন্যান্য যে কোন বিষয়ের মতো দেনা ও Debt Collection প্রক্রিয়া সাধারণের জন্য জটিল এবং সরলপ্রাণ ভোক্তার জন্যতো কথাই নেই। অধিকার এবং তার প্রয়োগে সীমা থাকার ব্যাপারে সচেতনতার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের ধরণের মানসিকতাতো সবখানেই দৃশ্যমান, দেনা-মুক্তি বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য পেশাদার সাহায্য যেমনি প্রয়োজন তেমনি নিজেরও জানবার প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। সুবিধার জন্য নীচে কিছু ওয়েবসাইট এড্রেস দেওয়া হলো। এগুলো সূত্র মাত্র। নিজ প্রচেষ্টায় জানার কোন বিকল্প নেই। বিস্তারিত কতোটা বিস্তারিত হবে এটা নির্ভর করে একেকজনের প্রয়োজন ও আগ্রহের উপর।

অন্যায়ভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন এমন মনে হলে লিখিত নালিশ জানাবার ঠিকানা হলো ঃ

Federal Trade Commission
Consumer Response Center
600 Pennsylvania Ave, N.W.
Washington, D.C. 20580
Telephone : (877) FTC-HELP
(877 -382 -4357)
TDD : (202) 326 -2502
অনলাইনে ঃ
www.ftc.gov – Click ``File a Complaint'' on home page.

স্টেটের জন্য ঃ
California Attorney General
Public Inquity Unit, P.O. Box 944255
Sacramento, CA 94244-2550
PH: (800) 952 -5225/(916) 322 -3360
অনলাইনে ঃ
Web : http://ag.ca.gov/consumers/index.htm
Collection Agencies,
www.ag.ca.gov/consumers/general/collection_agencies10.htm

কাজের কিছু রেফারেন্স ঃ
Fair Debt Collection Practices Act, 15 USC $ 1692-1692o
www.ftc.gov/os/statutes/fdcpa/fdcpact.htm

Fair Credit Reporting Act, 15 USC $ 1681 et seq.
www.ftc.gov/os/statutes/fcradoc.pdf

Fair Credit Billing Act, 15 USC $ 1601 et seq.
www.ftc.gov/os/statutes/fcb/fcb.pdf

Federal Trade Commission Act, 15 USC $ 41-58
www.law.cornell.edu/uscode/15/41.html

Fair and Accurate Credit Transactions Act (FACT) 0f 2003 Public Law No. 108-159 (December 4, 2003)

www.ftc.gov/os/statutes/fcrajump.htm

Fair Debt Collection Practices Act, California Civil Code $1788, et seq.
www.legiinfo.ca.gov

আরো কিছু ওয়েব সূত্র ঃ
www.ftc.gov/os/statutes/fdcpa/fdcpact.htm — Detail FDCPA

www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/credit/fdc.htm — telling the collection agency not to contact you should stop the phone calls, but it won't stop the collection efforts.

www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/freereports/index.html — free credit report.

শুভেচ্ছা।
কাজী রহমান

রম্য রচনা — অধ্যাপিকা হামিদা আখতার

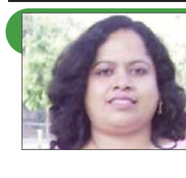

তেল - কিস্তি -২

তেল নিয়ে অনেক কথার পিঠে কথা আছে। তেল নিয়ে আমার ১ম কিস্তি ছাপানো হয়েছিলো একুশ-এ। অবশ্য প্রকাশক ও প্রধান সম্পাদক জাহান হাসানকে বার বার ফোন করতে হয়েছিলো লেখাটা যেন একুশে ছাপা হয়, যা এক প্রকার তেল মর্দন নয় কি ?

প্রথম কিস্তিতে লিখেছিলাম, ১/ ১১ এর আগে তখন আমাদের দেশে সরকারী, আধা সরকারী, রাজনীতি, ব্যবসা সর্বক্ষেত্রে চলতো দেদারসে তেলের ব্যবহার। তেল দিতে কেউ কার্পন্য করতো না। এমন কি ''তেল মাথায় ঢাল তেল শুকনা মাথায় ভাংগ বেল'' সূত্রটার সঠিক প্রয়োগ হতো যত্রতত্র। ১/ ১১ এর পর বিশেষ করে দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পরে গণহারে সাবেক মন্ত্রীদের (দুর্নীতিগ্রস্ত) জেলে হান্দানোর ফলে অত্রযত্র তেলের ব্যবহার বেশ কমে গেছে। তাই বলে কি তেলের ব্যবহার কমেছে ? অর্থনীতিতে একটা কথা আছে চাহিদা বাড়লে উৎপাদন বাড়ে (যোগান বাড়ে)। যোগান বাড়লে দাম কমে। অথচ এখন হলো এর উল্টো। তেল মারা বা তেল দেয়ার লোক কমেছে বিপরীত দিকে তেলের দাম বেড়েছে। শোনা যায় সরকার বরাবরই তেলে ভর্তুকি দিয়ে আসছে। আগের মতো নাকি বিএমডব্লিউ ও মার্সেডিজ চলছে না, এরপরও তেলের বাজারে সরকারের ভর্তুকি। কি আজব !

অফিস আদালতে যদিও মনে হচ্ছে তেল দেওয়ার পরিমাণ কমেছে, আসলে কি কমছে ? চুপে চুপে ঠিকই হচ্ছে তেলের আদান প্রদান। নাহয় বাঙালির পেটে কি ভাত হজম হয় ? পুষ্টিবিজ্ঞানের ভাষায় খাদ্য হজমের জন্য রয়েছে তেলের আবশ্যিকতা। তা হতে হবে পরিমাণমতো, নাহয় বদহজম হতে পারে যা পরবর্তীতে গ্যাস্ট্রিক আলসারে পরিণত হয়।

তেল অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে। বিশ্ব খাদ্য ঘাটতির জন্য আমেরিকা ও ইউরোপকে দায়ী করেছে জাতিসংঘ। খাদ্যশস্য দিয়ে জ্বালানী উৎপাদনের ফলে এ সংকট। এরপরও এসব দাতা গোষ্ঠীকে বরাবর তেল মর্দন করে যাচ্ছে। কিন্তু কেন ? এর উত্তর সবার হয়তো জানা। তেল মর্দন না করলে মাথার উপরে হয়তো ছাদ থাকবে না। তেল যে মারাত্মক মহৌষধ।

আমাদের জনদরদী দুই নেত্রী মিগ ২১, -- গ্যাসক্ষেত্র এসব জায়গায় দুর্নীতি হচ্ছে তা খেয়াল করার ফুরসত পান নাই। নিজেরা সুবিধাবাদী দাতাগোষ্ঠীকে তেল মর্দনে এত ব্যস্ত আবার অন্যদিকে দলীয় নেতা কর্মীদের তেলে তেলে এতটা বেহুশ ছিলেন যে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন দেশের সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। কথায় অছে, ''পাপ ছাড়ে না বাপকে''। সে সব দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রী মিনিস্টার কেউ জেলে, কেউ কুয়ালালামপুরে কমলার চাষ করছে, আর এদিকে জনদরদী দুই নেত্রী এসব তেল মর্দন এখন গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেরা ইয়া নসফি, ইয়া নসফি করছে।

বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়ার কারণ হয়তো আমরা খুঁজছি না। গত সপ্তাহে বুশ সরকার সৌদি বাদশাহকে তেলের উত্তোলন বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে আমেরিকাতে তেলের ঘাটতি না হয়। সোজা কথায় সৌদি বাদশাহ বাড়তি তেল উত্তোলনে রাজি হয়নি। হয়তো রাজি হবে তৈল মর্দন ঠিকমত হলে পালাবি কোথায় ? তা হয়তো সময়ের ব্যাপার। আমাদের চোখ, কান খোলা থাকলে ঠিকই দেখতে পাবো।

দেশের মতো প্রবাসেও তেল দেওয়ার মতো লোকের কমতি নেই। সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠন - এসব জায়গায় ঠিকমত তেল মর্দন না হলে দল থেকে বহিস্কার কিংবা পাল্টা দল গঠন অথবা একই দিনে পাল্টা প্রোগ্রাম করাও নজরে পড়ে। এমনকি মারামারি, হাতাহাতির ঘটনাও পেপার পত্রিকায় ছাপা হয়।

আসুন আমরা তেল মর্দন পরিহার করি। বিশ্ববাজারে তেলের চাহিদা হ্রাস করি। সরকারের উপর তেলের ভর্তুকি কমাই। কথায় আছে, ''প্র্যাকটিস ম্যাকস এ পারফেক্ট''।

বিশ্লেষণ - অভিমত

এসো বৌ পিটাই

হাসান মাহমুদ

(ইসলাম ও শারিয়া বইয়ের প্রকাশিতব্য ৩য় সংস্করণ থেকে সংক্ষেপিত)

সুরা নিসা আয়াত ৩৪ ঃ- ''পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাজত করে। আর যাদের মধ্যে নাসুজ (অবাধ্যতার) আশংকা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং ''ওয়াজ্রেবুহুন্না'' (প্রহার কর - অনেকে উচ্চারণ করেন 'ইদ্রুবুহুন্না')। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান কোরোনা''।

শারিয়া আইনে ওসব শর্তে সাধারণভাবে স্ত্রী-প্রহার বৈধ। কিন্তু আমরা জানি বিশ্ব-মুসলিমের আজ এই করুণ দশার জন্য দায়ী হলো পুরুষই, নারী নয়। তাছাড়া আল্লাহ-রসুলের প্রতি বাধ্যতার ব্যাপারে ''ধর্মে জবরদস্তি নাই'' (বাকারা ২৫৬), স্বামী কোথাকার দেবতা ? বাচ্চাদের সামনে বাবা তাদের মা'কে ধরে পেটানোর দৃশ্য কি কুৎসিৎ নয় ? বাচ্চাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে কি ক্ষতিকর নয় ? ঠিক পরের আয়াতেই আছে পরিবার ভাঙ্গার অবস্থা হলে স্বামী-স্ত্রীর পক্ষ থেকে মুরুব্বীদের দিয়ে সালিসের চেষ্টা করতে হবে। মতভেদ হলেই যদি মারপিট হয় তবে এ আয়াত কি অর্থহীন নয় ? আয়াতেতো একথা বলা হয়নি যে, স্ত্রীর (আরবীতে জাউজাহ) ওপর স্বামী (আরবীতে জাউজ) কর্তৃত্বশীল। বলা হয়েছে রেজাল (পুরুষ জাতি) নিসা (নারী জাতি)-এর ওপর কর্তৃত্বশীল। কাজেই আয়াতটা পারিবারিক নয়, সামাজিক। আরবীতে কাউয়াম অর্থাৎ উপার্জনকারী বা নিয়ন্ত্রক। তখন সাধারণভাবে পুরুষ জাতি আয় করতো এবং নারী জাতি তা থেকে ব্যয় করতো। কোরআন সেই সামাজিক চিত্রটা বর্ণনা করেছে মাত্র, চিরকালের জন্য বৈধ করেনি। বৈধ করলে কোরআনের সাথে বাস্তব মিলছে না কারণ এখন কোটি কোটি নারী কাউয়াম এবং তার পরিবার তা থেকে খরচ করে। আয়াতে আছে, ''নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা''। কার অনুগতা ? মোল্লারা বলেন, স্বামীর অনুগতা। আমরা বলি, ইসলামে শর্তহীন পূর্ণ আনুগত্য শুধু আল্লাহ ও নবী-রসুল ছাড়া আর কারো প্রতি হতে পারে না। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুজনার কথা সর্বদাই মানবে, কখনোই তর্ক করবে না সেটাও অবাস্তব। কথা না মানলেই যদি ডান্ডা ঘোরাতে হয় তবে তবে ঘন ঘন হুলস্থুল-তান্ডবে পাড়ার কাক-চিল উড়ে পালাবে এবং সংসার শিকেয় উঠবে। আয়াতে আছে, ''আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাজত করে''। অবাধ্যতা কবে থেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে হেফাজত করার জিনিস হলো ? তাই আয়াতটা অবাধ্যতা নয় অন্য কিছুর কথা বলেছে - কি সেই অন্য কিছু ?

বাংলায় যেমন ''ধৃ'' থেকে ধর্ম অর্থাৎ ধারণ করা, ''ভৃ'' থেকে ভার্যা ও ভৃত্য যাকে ভরণপোষণ করতে হয়, ঠিক তেমনি ''ওয়াজ্রেবুহুন্না'' শব্দের মূল হলো ''দারাবা''। ডঃ আব্দুল হামিদ আবু সুলায়মান মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেক্টর এবং আমেরিকার (ভার্জিনিয়া) ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ইসলামিক থট-এর প্রেসিডেন্ট। কোরআনে ''দারাবা'' থেকে উদ্ভুত শব্দাবলী নিয়ে তাঁর নিবন্ধ এবং ডঃ এডিপ ইউকসেল-এর যুক্তি থেকে সুরা ও আয়াত থেকে অত্যন্ত সংক্ষেপে দেখাচ্ছি ঃ- (ক) ভ্রমণ করা - ৪:১০১, ২:২৭৩ (খ) বাহির হইয়া যাওয়া - ৩:১৫৬, ৭৩:২০ (গ) প্রহার করা - ৮:৫০ এবং ৪৭:২৭ (ঘ) আঘাত করা - ২:৬০ ও ৭৩, ৭:১৬০, ৮:১২, ২০:৭৭, ২৪:৩১, ২৬:৬৩, ৩৭:৯৩, ৪৭:৪ (ঙ) সংস্থাপন করা - ৪৩:৫৮, ৫৭:১৩ (চ) প্রদান করা - ১৪:২৪ ও ৪৫, ১৬:৭৫, ৭৬ ও ১১২, ১৮:৩২ ও ৪৫, ২৪:৩৫, ৩০:২৮ ও ৫৮, ৩৬:৭৮, ৩৯:২৭ ও ২৯, ৪৩:১৭, ৫৯:২১ (ছ) উপেক্ষা করা - ৪৩:৫ (জ) নিন্দা করা - ২:৬১ (ঝ) বন্ধ করা, উপর দিয়া নিয়া যাওয়া - ১৮:১১ (ঞ) ঢাকিয়া দেওয়া - ২৪:৩১ (ত) ব্যাখ্যা করা - ১৩ :১৭ (থ) অত্যাচার বা অসদাচরণ করা - ৪:১২৮।

এর মধ্যে কোন অর্থ নিসা-৩৪-এ খাটে ? তিনি বলছেন সুরা রা'দ আয়াত ১৭ হলো ঃ- ''এমনিভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন''। এখানে ''মারপিট'' শব্দটা লাগালে এটা দাঁড়াবে ঃ- ''এমনিভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের মারপিট করেন''।

বাংলায় ''খাওয়া'' শব্দের অর্থ গুনে দেখুন ঃ- ভাত, পানি ও সিগ্রেট খাওয়া, চক্কর, ডিগবাজী ও গোত্তা খাওয়া, লাথি, আছাড়, হোঁচট ও হুমড়ি খাওয়া, থতমত, খাবি ও ভিমরি খাওয়া, বিয়ে, গালি, ধমক ও বকুনি খাওয়া, ধাক্কা, গুলী, মাথায় বাড়ি, হাওয়া, মাথা, ভয়, ঘুষ, ঘাস ও টাকা খাওয়া, গুঁতো ও যাঁতা খাওয়া, জনগণের ধাওয়া খাওয়া, গরম চুলোয় ছ্যাঁক খাওয়া, প্রেমে ছ্যাঁক খাওয়া, বেড়ার ক্ষেত খাওয়া, পাঠকের চটুল উপন্যাস খাওয়া, সংবাদপত্রসেবীদের চটকদার সংবাদ খাওয়া, শ্রোতাদের মমতাজের গান খাওয়া, বইমেলার ধূলো খাওয়া, ইলেকট্রিকের শক খাওয়া, ছাই খাওয়া, পুলিশের টিকিট খাওয়া, ''খাইছি তোরে'' (সিনেমার নাম) ইত্যাদি। এ ছাড়াও কিছু আঞ্চলিক বা পেশাভিত্রিতক অর্থ আছে যেমন কাঠমিস্ত্রীরা বলে কোন কাঠ কোন রং ভালো খাবে, ''বাঁশ খাওয়া'' (শত্রুর আঘাত অর্থে), ''মাইয়া খাওয়া'' (ধর্ষণের ক্ষেত্রে) ইত্যাদি। একটা অন্যের ঘাড়ে চাপালে পাঠকের ভিমড়ি বা খাবি খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আরবীতে কোন কোন শব্দের শত শত অর্থ আছে - কাজেই মতলবী অনুবাদের আশংকা থেকেই যায়।

নবীজী মেসওয়াক করার সময় লোকেরা তাঁকে স্ত্রী-প্রহারের পদ্ধতি জিজ্ঞেস করলে তিনি নাকি মেসওয়াকটা ঠুস করে নিজের গায়ে লাগিয়ে বলেছিলেন - ''এভাবে''। এসব কথা তাঁর মর্যাদার খেলাফ। চেষ্টা করে দেখুন টুথব্রাশ দিয়ে খোঁচানো যায় কিন্তু পেটানো অসম্ভব। তাছাড়া অন্যান্য চেষ্টায় যাকে মানানো যায় না তাকে টুথব্রাশ দিয়ে খুঁচিয়ে কি মানানো যাবে ? ডঃ সুলায়মান বলছেন, নবীজী এর বিরুদ্ধে এতই ক্রুদ্ধ ছিলেন যে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, কেউ বৌ পেটালে যেন তাঁর সামনেই না আসে, তিনি তার মুখই দেখতে চান না। ফাতিমা মার্নিসি তাঁর বইতে জানাচ্ছেন ভক্ত মুসলমানের জন্য এ ছিল যেন ফাঁসির আদেশ।

স্ত্রী-প্রহারের সুস্পষ্ট আয়াত আছে সুরা ছোয়াদ ৪৪-এ। এতে হজরত আইয়ুবকে (আঃ) বলা হয়েছে গাছের কাঁচা ডাল দিয়ে স্ত্রীকে প্রহার করতে (কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন ''তৃণশলাকা'' - এটা ঠিক নয়)। কিন্তু এ আয়াতের নির্দিষ্ট শর্ত ও পটভূমি শুধু নবীর জন্যই, সাধারণের জন্য নয়। অনুবাদে ভুল, এ তত্ত্ব ছাড়া নবীজি ও কোরআনের নখস দিয়েও স্ত্রী-প্রহারকে ইসলামি পদ্ধতিতেই বাতিল করতে পারেন আমাদের আলেমরা, দেখুন গত সংখ্যায় ''নরনারীর সমান উত্তরাধিকার'' নিবন্ধ। এ দু'টো তত্ত্ব আলাদাভাবে সাফল্যের সাথেই প্রয়োগ করা সম্ভব কিন্তু একসাথে প্রয়োগ করা যায় না। যেমন একই সাথে নিঃশ্বাস নেয়া এবং ফুঁ দেয়া, চেষ্টা করে দেখুন।

ডঃ সুলায়মানের মত শারিয়া সমর্থক বিশেষজ্ঞ বলছেন, ''যদি আমরা (১) পারস্পরিক সমঝোতা, (২) ইসলামে মানুষের সম্মান ও অধিকার, (৩) প্রত্যেকের নিজের সিদ্ধান্ত লইবার অধিকার, (৪) দম্পতির পারস্পরিক সম্পর্ক, (৫) স্বামী ও স্ত্রীর সম্মানের সহিত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার অধিকারের বিষয়গুলি মানিয়া চলি তবে সুরা নিসা আয়াত ৩৪-এ ''দারাবা'' শব্দটি আঘাত, ব্যথা বা অসম্মান বুঝায় না। সবচাইতে যুক্তিযুক্ত হইবে ছাড়িয়া দেওয়া, তালাক দেওয়া বা আলাদা হইয়া যাওয়া।
এর সমর্থন কোরআনেও আছে ঃ- ''যদি তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত না হয় তবে তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার কোরনা এবং তারাও যেন বের না হয়, এগুলো আল্লাহ'র নির্ধারিত সীমা''
(সুরা ত্বালাক ১)। এখানে সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজ অর্থাৎ পরকীয়ার ক্ষেত্রে তালাকের কথা আছে (ঘর থেকে বের করে দেয়া)। কিন্তু কই, কোনো মারপিটতো নেই !! কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো পরকীয়া ছাড়া অন্য কোনো কারণে স্ত্রীকে তালাক দেয়া নিষিদ্ধ, দিলে তা হবে আল্লাহ'র দেয়া সীমা অতিক্রম।

এর পরেও যদি কেউ তা না মানেন তবে তাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। স্ত্রী-প্রহারের কারণটা কি ? স্বামীর প্রতি অবাধ্যতা নাকি অশ্লীলতার কথা বলেছে এ আয়াত ? আর কারো নয় স্বয়ং নবীজির কথা দিয়ে শেষ করছি।

(১)। ''রসুল (দঃ) বলিয়াছেন - 'তাহাদের (স্ত্রীদের) উপর তোমাদের এই অধিকার যে তাহারা কাহাকেও শয্যাসঙ্গী করিবে না যাহা তোমরা অপছন্দ করো। যদি তাহারা উহা করে তোমরা তাহাদিগকে প্রহার করিতে পারো, কিন্তু প্রচন্ডভাবে নহে' ত ইবনে মাজাহ ৪র্থ খন্ড হাদিস ৩০৭৪।

(২)। সুরা নিসা আয়াত ৩৪-এর আলোচনায় ব্র্যাকেট সহ উদ্ধৃতি ঃ- ''স্ত্রীকে প্রহারের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁহার বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন যে, 'স্ত্রী অশ্লীল কর্মে (যেনা) লিপ্ত হইলেই কেবল তাহাকে হালকা মারধর করা যাইবে মারাত্মকভাবে নয়' - (সহি মুসলিম, তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারিমি আর মুসনাদ আহমদ - এতগুলো সহি হাদিসের সূত্রে বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ৮৫২)।

বদলোকের বৌ পেটানোর অবাধ লাইসেন্স ও পদ্ধতি স্বরচিত নয় কি ?
এরপরে কারো কিছু বলার আছে ?

০৪ মে, ৩৮ মুক্তিসন

মারিকে লেখা চিঠি:

বন্ধুবরেষু,

আপনার একুশ পত্রিকায় আঁকা সম্ভবতঃ সব কার্টুনই আমি বিমুগ্ধ নয়নে দেখেছি এবং চিত্রের অপার প্রশান্তি গ্রহণ করেছি। একের মধ্যে বহুকে প্রকাশ। অতি সম্প্রতি আপনার একটি কার্টুন দেখে মনে হলো আপনি একজন জাত নির্ভিক শিল্পী। আপনি ও আপনার ক্রিয়েটিভ টীমকে ধন্যবাদ জানাই।

মনুষ্যজাতি ভাষার পূর্বে অংকনের মাধ্যমে নিজের মনের ভাব, সামাজিক অনুশাসন রীতিনীতি প্রকাশ করতো। জাতি ধর্ম বর্ণের বিশ্বাস, সংস্কার, আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি, প্রকৃতির সুন্দর-অসুন্দরের দিক। মানুষের মধ্যে মানুষের ঐক্য অনৈক্য, সংহতি, বৈরিতা কল্পজগত আর বাস্তব জগতের মিশ্র সৃষ্টি এ কার্টুন সত্য বড় জটিল আর সত্য বড় সরল। জটিল আর সরলের এক অভূতপূর্ব সহঅবস্থান ঘটিয়েছে এ কার্টুন। আবাল বৃদ্ধবনিতার আনন্দের খোরাক এ কার্টুন। বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার ভান্ডার এ কার্টুন। সমাজের ইতিবাচক, নেতিবাচক সবদিকই তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালিয়ে এক সমৃদ্ধ, অখন্ড বিশ্বকে সৃষ্টি করেছে। স্বর্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর সৃষ্টি তিলোত্তমাকে দেয়ার জন্য স্বর্গের দেবতা ইন্দ্রের যেমন সহস্র নয়নের সৃষ্টি হয়েছিলো তেমনি আপনার অভূতপূর্ব সৃষ্টির সমারোহের জন্য আমার জাগতিক শরীরের মাঝেও সহস্রবানের সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির এক অপরূপ বিস্ময় ভৌগলিক সীমারেখা ও কালের চাকায় আপনি বন্দী নন। আপনি শুধু বাংলার সম্পদ নন, বিশ্বজোড়া নিপীড়িত, নির্যাতিত, হিংস্রায় আক্রান্ত মানুষের সম্পদ।

-হালিমা চৌধুরী, আজুসা

একুশ (Ekush) 21 Bangla News-Magaine is published monthly for the subscription price of $29.00 per six month & $55.00 per year by 21 Newspaper, 13659 Victory Blvd. Suite 376, Van Nuys, CA 91401, USA. Peridicals postage paid at Van Nuys, CA. POSTMASTER: Send address changes to Ekush, P.O.Box 15126, North Hollywood, CA 91615-5126. views and opinions expressed by authors and contributors in articals, letters, oopinion pieces, reports, advertisement, etc. appearing in 21 (Ekush) newsmagazine are their own. The paper neither shares nor endorses them and thus should not be held responsible for the views/opinions of the writers and advertisers. The management has the right to refuse to print any advertisement, news,article, letter or any other material. Incase of any errors in advertisement the management will not be liable for more then the amount paid for the advertisement. Letter to the editor or opinion are welcome to express their opinion in thise columns. Please keep your letter brief and to the point. Letter without full name, compleate address and a daytime phone number will not be published. also copies of letters sent to other newspapers are not encouraged. Letters can be mailed, or email or faxed at: 13659 Victory Blvd, # 376, Van Nuys, CA 91401, USA, Letter@Ekush.Info Fax: (877) 226 4524. OPINIONS EXPRESSED are those of the writer and do not necessarily reflect those of the Ekush staff. Guest editorials from residents are encouraged, as are letters to the editor. Letters will be published on a space-available basis. It is our intention to publish all letters we receive, except those that are libelous or are unsigned. Preference will be given to those that are faxed to (323) 983 9300 or e-mailed to editor@ekush.info. All letters must include the author's name and telephone number for purposes of verification. Letters also may be mailed to our offices located at 13659 Victory Blvd., Suite 376, Van Nuys, CA 90401. Also copies of letters sent to other newspapers are not encouraged.All letters and guest editorials are subject to editing for space and content.